মানবসম্পদবিকাশমন্ত্রক

স্কুল ব্যাগের ওজন কমানো
স্কুল ব্যাগের ওজন কমানোর জন্য সরকার বইগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা সহ বেশকিছু পরামর্শ পেয়েছে| এক্ষেত্রে বেশকিছু পদক্ষেপ ইতোমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে

Posted On: 26 JUL 2017 12:37PM by PIB Kolkata

স্কুল ব্যাগের ওজন কমানোর জন্য সরকার বইগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা সহ বেশকিছু পরামর্শ পেয়েছে| এক্ষেত্রে বেশকিছু পদক্ষেপ ইতোমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, মন্ত্রক সেগুলোরও সমন্বয় করছে | সোমবার লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শ্রী উপেন্দ্র কুশওয়াহা একথা জানিয়েছেন| তিনি জানান, যেসব উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১) শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জাতীয় পরিষদ (এন.সি.ই.আর.টি.) প্রথম ও দ্বিতীয়শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য শুধুমাত্র দু'টো বইয়ের (ভাষা ও অঙ্ক) এবং তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য তিনটি বইয়ের (ভাষা, পরিবেশ বিজ্ঞান ও অঙ্ক প্রস্তাব করেছে| এন.সি.ই.আর.টি. তাদের সমস্ত পাঠ্যবই ওয়েব (epathshala.nic.in) এবং মোবাইল ডিভাইসের মাধ্যমে বিনামূল্যে পাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে |

২) কেন্দ্রীয় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ (সি.বি.এস.ই.) দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা যাতে স্কুল ব্যাগ বহন না করে, তা সুনিশ্চিত করার জন্য তাদের স্বীকৃত বিদ্যালয়গুলোকে নির্দেশ দিয়েছে | গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে দেওয়া তাদের বিজ্ঞপ্তিতে স্কুল ব্যাগের ওজন নিয়ন্ত্রণের রাখতে সমস্ত রকম পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তাদের স্বীকৃত বিদ্যালয়গুলোকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে |

৩) কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংস্থান তাদের বিদ্যালয়গুলোতে ডিজিট্যাল শিক্ষাপদ্ধতিকে উৎসাহ দেওয়া জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে| এক্ষেত্রের সূচনা হিসেবে প্রাথমিকভাবে পঁচিশটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের (প্রতিটি অঞ্চল থেকে একটি কেন্দ্রীয়বিদ্যালয়) অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ভালো মানের ট্যাবলেট ডিভাইস প্রদান করা হবে | ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি তাদের শিক্ষক-শিক্ষিকারা অঙ্ক ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেমূল দক্ষতার মানোন্নয়নে এই ট্যাবলেট ব্যবহার করবে |

৪) সুসংহত রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের (আর.এম.এস.এ.) অঙ্গ হিসেবে তথ্যও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আই.সি.টি.) অধীনে বিভিন্ন রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে২০১৭-১৮ সালে স্কুলগুলোর প্রশাসনিক/শিক্ষার কাজের জন্য সব মিলিয়ে ১৪৭০৪টি ট্যাবলেট-এর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে |

এর পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্য সরকারও এক্ষেত্রে প্রশংসনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে | যেমন:

*মহারাষ্ট্র ডিজিট্যাল স্কুলের সূচনা করেছে এবং পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি স্কুলকেডিজিট্যাল শিক্ষায় উন্নীত করা হচ্ছে | এর মধ্যে রয়েছে মোবাইল অ্যাপ 'মিত্র'(MITRA)-এর মাধ্যমে অনলাইনে গুণমান সম্পন্ন ডিজিট্যাল বিষয়সূচি|

*তামিলনাড়ুতে বইয়ের বোঝা কমানোর জন্য প্রতিটি স্কুলে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ত্রৈমাসিক পদ্ধতি চালু করা হয়েছে| এই পদ্ধতিতে শুধুমাত্র ওই সময়কালের জন্য প্রয়োজনীয় বই যাতে ছাত্রছাত্রীরা বহন করে তা সুনিশ্চিত করা হয় | তা শারীরিকভাবে ছেলেমেয়েদের ওপর বইয়ের বোঝা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনবে এবং ছোট্ট মন থেকে মানসিক ভয়ও সরিয়ে দেবে |

শিশুদের বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার (আর.টি.ই.) আইন, ২০০৯অনুসারে সব মরসুমের জন্য বিদ্যালয় ভবন এবং সমস্ত ছেলেমেয়েদের জন্য নিরাপদ ওপর্যাপ্ত পানীয় জলের সুবিধা সুনিশ্চিত করা হয়েছে | সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে যাতে এই আইন অনুযায়ী পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত থাকে তা সুনিশ্চিতকরার জন্য সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে | রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনকে সর্ব শিক্ষা অভিযানের (এস.এস.এ.) অধীনে প্রাইমারিও আপার প্রাইমারি স্কুলে পানীয় জলের সুবিধা সৃষ্টি সহ পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ওসৃষ্টির জন্য সহায়তা করা হচ্ছে| রাজ্য সরকার, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিরাপদ পানীয় জলের বন্দোবস্ত সুনিশ্চিত করতে বিদ্যালয়গুলোতে রিভার্স অসমোসিস (ও.আর.) মেশিন বসাতে পারে| রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান(আর.এম.এস.এ.) প্রকল্পের অধীনে বর্তমানের এবং নতুন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পানীয় জলের সুবিধা সহ নানা ধরনের পরিকাঠামো প্রদান করা হচ্ছে| এই প্রকল্পে এখনপর্যন্ত ২৪৫৪৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পানীয় জলের সুবিধা তৈরি করে দেওয়ার বিষয়টি অনুমোদিত হয়েছে|

সি.বি.এস.ই.-এর পক্ষ থেকে সবার জন্য নিরাপদ পানীয় জলের পর্যাপ্ত সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে এবং ছাত্রছাত্রীরা যাতে ভারি জলের বোতল বিদ্যালয়ে নিয়ে না আসে, তাতাদের বোঝাতে তাদের স্বীকৃত বিদ্যালয়গুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে| তাছাড়া এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বাড়তি খেলাধুলার পোশাক আনতে হয়না এবং সারাদিন তাদেরকে একটাই পরার জন্য অনুমতি দেওয়া হয় |

শিক্ষা হচ্ছে সংবিধানের যুগ্ম তালিকার একটি বিষয় এবং বেশিরভাগ বিদ্যালয় ইরাজ্যের এক্তিয়ারে থাকায় স্কুল-ব্যাগের ওজন কমানোর জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারেরই সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে |

সরকার কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে ই-স্কুলিং এর জন্য কোনো নির্দেশ অথবা নিয়ম জারি করেনি বলেও জানান শ্রী উপেন্দ্র কুশওয়াহা|

(Release ID: 1497155) Visitor Counter : 2

Background release reference

বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, মন্ত্রক সেগুলোরও সমন্বয় করছে